332135 - আযান ও ইকামাতরে মাঝরে দুই রাকাত নামায পুরুষদরে মত নারীদরে জন্যওে কি মুস্তাহাব?

প্রশ্ন

হাদসি এসছে: "প্রত্যকে আযানদ্বয়রে মাঝে নামায আছ, প্রত্যকে আযানদ্বয়রে মাঝে নামায আছ, প্রত্যকে আযানদ্বয়রে মাঝে নামায আছ। এরপর তৃতীয়বারে বলছেনে: যে ব্যক্তি চায়।" এর মধ্যে কি নারীও পড়বে? যদি নারী নজিরে বাসায় নামায পড়নে তনি কি আযান ও ইক্বামতরে মাঝে নামায পড়বনে; নাকি এটি মসজদি নামায আদায়কারীর জন্য? যদি কোনে নারী বাসাতে নামায পড়া অবস্থায় নামাযরে ইক্বামত হয়ে যায় সক্ষেত্রে কি তনি এই দুই রাকাত নামায আদায় করবনে?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

সুন্নাহ্ প্রমাণ করে য, প্রত্যকে আযান ও ইক্বামতরে মাঝে দুই রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব। শরয়িতরে বধি-বিধানরে মূল অবস্থা হল: এটি নর-নারী সকলরে জন্য আম (সাধারণ); যদি না নারীদরেকে বাদ দয়ি পুরুষদরে জন্য খাস কোনে দললি না আসে কংিবা পুরুষদরে বাদ দয়ি নারীদরে জন্য খাস কোনে দললি না আস। এই মাসয়ালায় পুরুষদরেকে খাস করে কোনে দললি উদ্ধৃত হয়নি। সুতরাং এর হুকুম মূল অবস্থার উপর বলবৎ থাকব। আর তা হল আযান ও ইকামতরে মাঝে নামায পড়া নর-নারী সকলরে জন্য মুস্তাহাব; সটো মসজদি হোক কংিবা বাসাত।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লািহ।.

প্রত্যকে আযান ও ইকামাতরে মাঝে দুই রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব:

আব্দুল্লাহ্ বনি মুগাফ্ফাল (রাঃ) থকে বর্ণতি তনি বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: 'প্রত্যকে দুই আযানরে মাঝে নামায আছ, প্রত্যকে দুই আযানরে মাঝে নামায আছ। তনি তৃতীয়বারে বলছেনে: যে ব্যক্তি চায়।'[সহহি বুখারী (৬২৭) ও সহহি মুসলমি (৮৩৮)]

হাদসি দুই আযান দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছে আযান ও ইক্বামত।

খাত্তাবী বলনে: "দুই আযান দ্বারা উদ্দশ্যে করছেনে: আযান ও ইক্বামত। এখানে দুটো নামরে একটকিে অপরটরি ক্ষত্রে ব্যবহার করা হয়ছে। যমেন: খজুর ও পানকিে বলা হয় কালো জনিসিদ্বয়; অথচ কালো হচ্ছে দুটোর একটি। অনুরূপভাবে আবু

বকর ও উমর (রাঃ) দুইজনের জীবনী বুঝাতে বলা হয়: দুই উমরের জীবনী।

তবে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এ দুটোর প্রত্যেকটির প্রকৃত নাম আযান। যেহেতু আযানের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে অবহিতকরণ। আযান হচ্ছে নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি অবহিতকরণ; আর ইক্বামত হচ্ছে নামাযের কর্ম সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি অবহিতকরণ।"[সমাপ্ত]

হাদিসটি প্রত্যেকে আযানদ্বয়ের মাঝে দুই রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে দলিল। ইতিপূর্বে 163470 নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

শরয়ি বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল তা নর-নারী সকলের জন্য আম

শরয়ি বিধি-বিধানগুলোর ক্ষেত্রে মূলনীতি হল তা নর-নারী সকলের জন্য আম; যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরুষদের জন্য খাস মর্মে কোন দলিল উদ্ধৃত না হয় কিংবা নারীদের জন্য খাস মর্মে কোন দলিল উদ্ধৃত না হয়।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) 'আশ-শারহুল মুমতি' গ্রন্থে (৩/২৭) বলেন: "মূলনীতি হলো: যা পুরুষদের জন্য সাব্যস্ত তা নারীদের জন্যও সাব্যস্ত এবং যা নারীদের জন্য সাব্যস্ত তা পুরুষদের জন্যও সাব্যস্ত; তবে অন্য দলিল থাকলে সেটা ভিন্ন কথা।"[সমাপ্ত]

তিনি 'ফাতহু যিল জালালি ওয়াল ইকরাম' গ্রন্থে (২/৫৩০) বলেন: মূলনীতি হলো: বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে নারীরাও অংশীদার; যদি না ভিন্ন কোন দলিল উদ্ধৃত না হয়। অনুরূপভাবে নারীদের জন্য দেয়া বিধানে পুরুষরাও অন্তর্ভুক্ত; যদি না ভিন্ন কোন দলিল উদ্ধৃত না হয়।"[সমাপ্ত]

এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন দলিল উদ্ধৃত হয়নি যা প্রমাণ করে যে, এটি পুরুষদের জন্য খাস; নারীদের জন্য নয়। অতএব, এর হুকুম মূলের উপর বলবৎ থাকবে। আর তা হলো: আযান ও ইকামতের মাঝখানে দুই রাকাত নামায পড়া নর-নারী সকলের জন্য মুস্তাহাব; চাই তা মসজিদে হোক কিংবা বাসাতে।

নারীর ক্ষেত্রে এ বিধানটি মসজিদে নামায আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে না; বরং নারীর ক্ষেত্রে এটি আযান হওয়া এবং তার ফরয নামায আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ মুয়াজ্জিন আযান দেয়ার পর থেকে কোন নারী ফরয নামায পড়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনি দুই রাকাত নামায পড়তে পারেন; এমনকি সেটা যদি মসজিদে নামায হয়ে যাওয়ার পরেও হয় তবুও।

এ কথা বলা হচ্ছে যেহেতু একাকী নামায আদায়কারী নারী হোক কিংবা পুরুষ হোক তার জন্য ইকামত দেয়ার বিধান রয়েছে। তাই কোন নারী এই দুই রাকাত নামায মসজিদসমূহে সাধারণ আযান হওয়া ও তিনি সেই ওয়াক্তের ফরয নামায আদায় করার

মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করতে পারনে। এটি মিসজদিসমূহে নামায অনুষ্ঠতি হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত নয়।

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে (২/৭৪) বলনে: “প্রত্যকে মুসল্লরি জন্য আযান ও ইকামত দয়ো উত্তম। তবে কাযা নামায পড়লে কিংবা আযানরে ওয়াক্ত নয় এমন সময়ে নামায আদায় করলে উচ্চস্বরে আযান দবিে না।”[সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।